JAN. 03 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

ছাত্রসমাজকে অতোটা বোকা ভাবা বোকামিই হবে

নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর ছাত্রদলের অব্যাহত সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখলদারি এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে সরকার ব্যাপকভাবে সমালোচিত হচ্ছে। এই সমালোচনা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে গত ১৩ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের গোলাগুলি ও বোমাবাজির সচিত্র প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তখন খালেদার সরকার আরো বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। দেশের একটি দৈনিকের সম্পাদকের প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলকে সামলান শিরোনামে একটি মন্তব্য প্রতিবেদন গত ১৭ নভেম্বর প্রকাশিত হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কার্যক্রম স্থগিত করেন। বিগত সরকারের শাসনামলে ছাত্রদল সরকারবিরোধী আন্দোলনে কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। এমনকি বিগত সরকারের আমলেও ছাত্রদল সব সময় ব্যস্ত ছিল তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে বেশ কয়েক মাস ছাত্রদলের কার্যক্রম 'স্থগিত' ছিল। সে সময়ে ও গত অক্টোবরে বিএনপি ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর তারা বুঝতে পারছে যে, ছাত্রদল বিএনপির কোনো সহায়ক সংগঠনতো নয়ই, বরং মূলদলের ভারস্বরূপ। এই উপলব্ধি থেকে অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া হবে। আবার গত বছরের শেষ নাগাদ ২৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি শীর্ষক চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি শিক্ষকদের রাজনীতিতে না জড়ানোর পরামর্শ দিলেন। প্রধানমন্ত্রী যদি শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধের উদ্যোগ নেন এবং শিক্ষক রাজনীতি বন্ধের পরামর্শ দেন তাহলে বলার কিছু থাকতো না আমার, প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য কি তা-ই?।

বিগত আমলে আওয়ামী লীগ সরকারের মনোনীত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে বেশ কয়েকবার শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ আহ্বানে তখন কোনো রাজনৈতিক দলই সাড়া দেয়নি। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তখন যেন বধির ছিল। কিন্তু বর্তমান বিএনপি স্বয়ং ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাঁয়তারা চালাচ্ছে কেন? তারা কি সত্য সত্যই শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশের জন্যই এসব কথাবার্তা বলছে? ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে যদি তারা শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে তাহলে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের ডাকে সাড়া দেয়নি কেন? আসলে বর্তমান সরকার ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আহ্বানের নামে সাধারণ জনগণের সহানুভূতি আদায় করতে চায়। তারা জনগণকে বলবে যে, 'আমরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে চেয়েছিলাম, বিরোধী দলগুলো তা করতে দেয়নি।' ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা গেলে ছাত্র সংগঠনগুলোও আর রাজনীতিতে করতে পারবে না এবং বর্তমান সরকারবিরোধী আন্দোলনও আর জোরদার হবে না। এভাবেই ক্ষমতার আসন পাকা করা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার এই বাসনা কতোটা সফল হবে বলা মুশকিল। ছাত্রসমাজকে শেষ পর্যন্ত এতোটা বোকা ভাবা বোকামিই হবে নিজেদের।

শওকত আলী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।